যুগান্তর

তারিখ 0 1 JAN 2006
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৩

চট্টগ্রামে ৫টি সরকারি কলেজে শিক্ষক সঙ্কট চরমে

নুপুর কান্তি দেব, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

চট্টগ্রাম মহানগরীর পাঁচটি সরকারি কলেজে শিক্ষক সঙ্কট প্রকট আকার ধারণ করেছে। এসব কলেজে জোড়াতালি দিয়ে চলছে এখন পাঠদান কার্যক্রম। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর একের পর এক অনার্স এবং মাস্টার্স কোর্স চালু হলেও সে অনুপাতে শিক্ষক পদ সৃষ্টি না হওয়ায় মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে কলেজের পাঠদান কার্যক্রম। অপরদিকে বিদ্যমান শিক্ষক পদগুলোর একটি বড় অংশে বছরে পর বছর শূন্য পড়ে থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করছে। সরকারি নিয়মানুযায়ী অনার্স-মাস্টার্সের প্রতিটি বিষয়ের বিপরীতে ১২ জন শিক্ষকের পদ থাকার কথা থাকলেও বেশিরভাগ বিষয়ে অর্ধেকের চেয়ে কম শিক্ষক দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। চট্টগ্রাম মহানগরীতে সরকারি কলেজগুলোর মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রাম কলেজ, হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ, সিটি কলেজ, কমার্স কলেজ ও সরকারি মহিলা কলেজ। সরকারি এ কলেজগুলোর মধ্যে সর্বাধিক প্রাচীন কলেজ চট্টগ্রাম কলেজে ১৯১০ সালে এবং কমার্স কলেজে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অনার্স-মাস্টার্স কোর্স চালু হলেও অপর তিনটি কলেজে তা চালু হয় '৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর। অনার্স-মাস্টার্স কোর্স চালু হলেও প্রয়োজনীয় শিক্ষক পদ সৃষ্টি হয়নি এ তিনটি কলেজের একটিতেও। অন্যদিকে চট্টগ্রাম কলেজ ও কমার্স কলেজে অনার্স-মাস্টার্স বিষয় বৃদ্ধি এবং আসন সংখ্যা বছরের পর বছর বাড়ানো হলেও বৃদ্ধি পায়নি শিক্ষক পদ। দেখা গেছে, সরকারি এই পাঁচটি কলেজের এমন অবস্থা, অনেকটা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে নিয়োগকৃত শিক্ষক দিয়ে চলছে অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণীর পাঠদান কার্যক্রম। জানা যায়, চট্টগ্রাম কলেজে বর্তমানে ১৮টি বিষয়ে অনার্স এবং মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। সরকারি নিয়মানুযায়ী অনার্স-মাস্টার্সের প্রতিটি বিষয়ের বিপরীতে ১২ জন শিক্ষকের পদ থাকার কথা। সে অনুযায়ী এ কলেজে কেবলমাত্র অনার্স-মাস্টার্স পাঠদানের জন্য শিক্ষক থাকার কথা ২১৬ জন। এরপর রয়েছে উচ্চ মাধ্যমিকের দুটি (বিজ্ঞান ও মানবিক) বিভাগ। কিন্তু বর্তমানে এখানে সর্বসাকুল্যে শিক্ষকপদ রয়েছে ১১২টি। এর মধ্যে আবার শূন্য রয়েছে ৬টি পদ। প্রয়োজনেরও অর্ধেক কম শিক্ষক দিয়ে চলছে নগরীর ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম কলেজের প্রায় ১৪ হাজার শিক্ষার্থীর পাঠদান কার্যক্রম। চট্টগ্রাম কমার্স কলেজ পুরো চট্টগ্রাম বিভাগের একমাত্র বাণিজ্য কলেজ। হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনার অনার্স-মাস্টার্স এবং উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি (পাস) বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের পছন্দের তালিকায় প্রথমে থাকলেও শিক্ষক সঙ্কট এখন প্রকট আকার ধারণ করেছে। ১৯৬২ সালে অনার্স এবং ১৯৯৩ সালে মাস্টার্স কোর্স চালু হলেও বাড়েনি শিক্ষক পদ। ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজে প্রথমে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ৩৬ জন শিক্ষক থাকলেও পরবর্তীতে এনাম কমিটির অনুমোদনক্রমে ১৪ জন শিক্ষক কমানো হয়। গত দু'যুগে নতুন করে একজনও শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়নি। ফলে চট্টগ্রামের একমাত্র কমার্স কলেজটিতে শিক্ষক সঙ্কট দেখা দিয়েছে। সূত্র জানায়, চট্টগ্রাম সরকারি সিটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে বর্তমানে ১৫টি বিষয়ে অনার্স, ১০টি বিষয়ে মাস্টার্স, উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি (পাস) কোর্স চালু রয়েছে। শিক্ষকের পদ রয়েছে ৯৮টি। তার মধ্যে শূন্য রয়েছে ৮টি। এছাড়া এই কলেজে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর একের পর এক অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু হলেও বেশিরভাগ বিষয়ে শিক্ষকের পদ বাড়েনি। হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজে ১৪টি বিষয়ে অনার্স এবং অর্থনীতি ও হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। এছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক তিনটি (বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য) বিভাগসহ ডিগ্রি (পাস) কোর্স রয়েছে। শিক্ষক পদ রয়েছে ৬৭টি। এর মধ্যে শূন্য রয়েছে ৫টি পদ। প্রয়োজনেরও অর্ধেক শিক্ষক দিয়ে প্রায় ৫ হাজার শিক্ষার্থীর শ্রেণী কার্যক্রম চালাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে শিক্ষকরা। চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজে চারটি বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স এবং উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি (পাস) কোর্স মিলিয়ে ১৫টি বিভাগ বর্তমানে চালু রয়েছে। শিক্ষক পদ রয়েছে ৬৫টি। তার মধ্যে আবার শূন্য রয়েছে ১০টি। এছাড়াও অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু হলেও নতুন কোন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়নি। ফলে শিক্ষকরা একাদশ থেকে মাস্টার্স ক্লাস নিতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, সরকারি কলেজগুলোতে অনার্স-মাস্টার্স কোর্সে বিষয় এবং আসন সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষকপদ সৃষ্টি না হওয়ায় যথাযথ শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা। এইচএসসি এবং ডিগ্রি কোর্সের পাশাপাশি কেবল প্রাইভেটের ওপর নির্ভর করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে অনার্স এবং মাস্টার্স পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের। এই সরকারি ৫টি কলেজে এখন শিক্ষক সঙ্কট প্রকট আকার ধারণ করেছে।

জোড়াতালি দিয়ে চালানো হচ্ছে পাঠদান কার্যক্রম